গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইনচার্জ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
আঞ্চলিক কেন্দ্র
নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান
এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা
-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

# বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৭ – জুন ৩০, ২০১৮

# সূচিপত্র

**কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র**

**উপক্রমণিকা**

সেকশন ১: রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি

সেকশন ২ : কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সুচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

**সংযোজনী ১:** শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)

**সংযোজনী ২:** কর্মসম্পাদন সূজকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি

**সংযোজনী ৩ :** কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য দপ্তর/সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা

# বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদগবেষণা ইনস্টিটিউট

## আঞ্চলিক কেন্দ্র

## নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবান এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

## (Overview of the Performance of the BLRI Regional Station)

**সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

**সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহঃ**

অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পাহাড়ি এলাকায় মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে খামারীদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরি পরামর্শসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। পাহাড়ী খামারিদের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে বিগত বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে ১২ জন খামারিকে ৩৬টি ভেড়া বিতরণ করা হয়েছে। অতি সম্প্রতি অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্র একটি অত্যাধুনিক প্রাণীপুষ্টি ও প্রণীরোগ নির্ণয় গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার খামারীরা প্রাণী ও পোল্ট্রির খাদ্য পুষ্টিমান ও রোগ নির্ণিয় এর মাধ্যমে সেবা প্রধান করা হচ্ছে । রাজস্ব বাজেট থেকে আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতি বছর ১৫০ থেকে ২০০ জন পাহাড়ি এলাকার খামারীদের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা খামারের ১২টি উন্নত জাতের ফডার জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং খামারীদের মাঝে প্রতি বছর প্রায় ২ থেকে ৩ হাজার ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে অত্র এলাকার খামারীদের গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদা পূরণ হচ্ছে।

**সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ**

প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনবলের স্বল্পতা, অর্থের অপ্রতুলতা এবং গবেষণাগারের যন্ত্রপাতির ও ক্যামিকেলের অভাবই অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। গবেষণার মাধ্যমে অত্র এলাকার প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি খামারীদের সমস্যার সমাধান, বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ করা, অধিক উৎপাদনশীল বিভিন্ন প্রকার ফডারের জাত উন্নয়ন এবং বছর ব্যাপি খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করাই কেন্দ্রের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

**ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ**

রূপকল্প ২০২১ ও টেকসই উন্নয়ন এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অত্র আঞ্চলিক কেন্দ্রের সমস্যা ভিত্তিক বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে । এসব পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, পাহাড়ী অঞ্চলের প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রির জাত সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন, সমতল ভূমির দেশীয় ভেড়াকে পাহাড়ী পরিবেশে খাপ খাওয়ানো। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা এবং পরিবেশবান্ধব প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা অত্র কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

**২০১৭- ১৮ অর্থবছরের সম্ভাব্য অর্জনঃ**

- প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০৩টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন
- মানব সম্পদ উন্নয়নে ৩০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ
- ২০০ জন খামারী/উদ্যোক্তাদের পরামর্শ প্রদান
- ১০০ টি প্রাণিরোগের নমুনা পরীক্ষণ
- ১০ হাজার ঘাসের কাটিং বিতরণ
- ২০০ টি হ্যাচিং ডিম বিতরণ
- বার্ষিক গবেষণা কর্মশালা ২০১৭ বাস্তবায়ন
- ১৫ টি উঠান বৈঠক বাস্তবায়ন।